প্রাচীন বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

বাংলা ভাষার জন্ম হাজার বছরেরও অধিক। প্রাচীন বাংলার মধ্যে দিয়েই বাংলা ভাষার পথ চলা। আনুমানিক নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে এর বিস্তার। প্রাচীন বাংলা ভাষার একমাত্র নিদর্শন হিসেবে চর্যাপদ উল্লেখযোগ্য। তাই চর্যাপদকে কেন্দ্র করে প্রাচীন বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার বিষম ব্যঞ্জন মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যুগ্মব্যঞ্জনে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন বাংলায় এই যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি লোপ পায় এবং এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি দীর্ঘ হয়েছে।

উদাহরণ: কর্ম > কম্ম > কাম

ধর্ম> ধম্ম > ধাম

২) প্রাচীন বাংলায় শ্বাসাঘাতের জন্য অনেক সময় শব্দের আদি স্বর দীর্ঘ হয়েছিল।

উদাহরণ: অকট > আকট

৩) স্বরমধ্যবর্তী একক মহাপ্রাণ ধ্বনি প্রায়ই হ-কারে পরিণত হয়—

মহাসুখ > মহাসুহ, কথন > কহন

৪) নাসিক্যব্যঞ্জন অনেক ক্ষেত্রে লোপ পেল এবং তার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি অনুনাসিক হয়ে গেল।

উদাহরণ: শব্দেন > সাঁদে, মধ্যেন > মাঝেঁ

৫) প্রাচীন বাংলায় শিষ্টধ্বনির ব্যবহারে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। একই শব্দে তাই স/ষ/শ এর ব্যবহার ঘুরে ফিরে এসেছে।

উদাহরণ: সহজে/ যহজে, শবরী > সবরী ।

রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১) প্রাচীন বাংলায় কর্ম কারকে ‘রে’ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ: ‘তোহোরে অন্তরে ।’

Download Free Notes From www.banglasahitya.in

২) এ সময় পর্বের বাংলা ভাষায় কর্তৃ কারকের ক্ষেত্রে শূন্য বিভক্তির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ: 'বলদ বিয়াএল গাবিয়া বাঝেঁ।'

৩) প্রাচীন বাংলা ভাষায় সম্বন্ধ পদ তৈরী হয়েছে ক/র/এর বিভক্তি সহযোগে।

উদাহরণ: 'রুখের তেন্তুলি কুম্ভীরে খাঅ'

৪) এ সময় পর্বে অতিত কালের ক্রিয়াপদ গঠনে '—ইল' প্রত্যয় যোগের প্রচলন লক্ষ করা যায়।

উদাহরণ: 'দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়।'

৫) প্রাচীন বাংলায় ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ারূপ গঠনে '—ইব' প্রত্ত্যয় যোগের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উদাহরণ: 'মই ভাইব।'

৬) এ সময়ের বাংলা ভাষায় ক্রিয়া রূপের বর্তমান কালের বিভক্তি— উত্তম পুরুষে— হুঁ, মধ্যম—স, প্রথম—ই এর দৃষ্টান্ত মেলে।

উদাহরণ:'চউষটঠি কোঠা গনিআ লেহুঁ।'

৭) প্রাচীন বাংলাতে অনুষর্গের ব্যবহার সূচিত হয়েছিল।

উদাহরণ: 'তোহোরে অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী।'

ছন্দতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মুক্তদল ও রুদ্ধ দলের মাত্রা বিষয়ে কঠোর নিয়ম নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা তুলে ধরতে পারি—

' কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।'

—এখানে 'কা' 'আ' মুক্তদল প্রসারিত রূপে উচ্চারিত হওয়ায় দু-মাত্রা পেয়েছে।

>